চীনে ৬০ হাজার রোগীকে করোনার টিকা, নেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া!

প্রায় ৬০ হাজার মানুষের ওপর করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) পরীক্ষামূলক টিকা প্রয়োগ করেছে চীন। তাদের কারো মধ্যেই কোনো বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মঙ্গলবার দেশটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তিয়ান বাওগো এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা দাবি করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, যাদের টিকা দেয়া হয়েছে, তাদের সবাই নিরাপদ আছেন। এ খবর দিয়েছে চীনা সংবাদমাধ্যম সিজিটিএন।

গত শুক্রবার চীনের ইউয়ু শহরের স্থানীয় সরকার জানিয়েছিল, জরুরি প্রয়োজনে বাসিন্দাদের পরীক্ষামূলক টিকা ব্যবহার করতে দেয়া হবে। এ ঘোষণার পর থেকে শহরটিতে এমন টিকার চাহিদা বেড়েছে। এক পর্যায়ে রবিবার থেকে করোনা টিকা বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে শহর কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মের সম্ভাব্য দুটি করোনা টিকা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ ধাপে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েক লাখ মানুষের ওপর টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া, অপর একটি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক জানিয়েছে, বেইজিংয়ে ১০ হাজার মানুষকে তাদের সম্ভাব্য টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।
চীনের কোভিড-১৯ টিকা তৈরি টাস্কফোর্সের প্রধান ঝেং ঝংওয়েই মঙ্গলবার জানান, চলতি বছরের মধ্যে ৬১ কোটি ডোজ করোনা টিকা উৎপাদনের প্রত্যাশা করছেন তারা।

প্রসঙ্গত, চীনের কোনো টিকাই এখনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সবগুলো ধাপ সম্পন্ন করেনি। এর আগেই এই টিকা প্রয়োগের তথ্য জানাচ্ছে দেশটি। বর্তমানে দেশটির চারটি সম্ভাব্য করোনা টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পুরোপুরি সম্পন্ন না করা টিকাগুলো প্রয়োগ করা হলে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

ব্যর্থ হল যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও: নাগরনো-কারাবাখে তীব্র লড়াই

ব্যর্থ হয়েছে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টাও। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। একে অপরের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি কার্যকর না করার কারণ হিসেবে একে অপরের ওপর অভিযোগ এনেছে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সেনারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ঘটনায় ফের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাশিয়া এবং জাতিসংঘ।

সপ্তাহ দুয়েক আগে মস্কোর মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেছিল আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান। কিন্তু সেই চুক্তি ফলপ্রসূ হয়নি। বরং যুদ্ধের ভয়াবহতা বেড়েছিল। গত রবিবার ফের দুই দেশকে নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসেছিল রাশিয়া। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের মধ্যস্থতায় নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয় দুই দেশ। ঠিক হয়, আগামী তিন সপ্তাহ একে অপরকে আক্রমণ করবে না কোনও দেশ। সেই চুক্তির কয়েক মিনিটের মধ্যেই নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে দেশ দুটি।

আজারবাইজানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় লিখিত বিবৃতিতে দাবি করেছে, চুক্তির কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর্মেনিয়া আজারবাইজানের বেশ কয়েকটি শহরে গোলাবর্ষণ শুরু করে। রবিবার সারা রাত ধরেই গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করা হয় শহরগুলো। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হল টারটার, আঘজাবেদি, আঘদাম।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে আর্মেনিয়া যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। একের পর এক শহরে গোলাবর্ষণের পর আজারবাইজানও তার উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছে।

এদিকে আর্মেনিয়ার অভিযোগ, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে আজারবাইজান।

নাগরনো-কারাবাখের যোদ্ধাদের দাবি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কারাবাখের মারতুনি এবং আরও চারটি গ্রামে গোলাবর্ষণ শুরু করে আজারি সেনা। আর্মেনিয়ার সেনা কারাবাখের যোদ্ধাদের মদত দিচ্ছে। যোদ্ধাদের সমর্থন করে আর্মেনিয়ার সেনা জানিয়েছে, আজারি বাহিনী হামলা চালানোর পর সমান জবাব দেওয়া হয়েছে আজারবাইজানকে।

আজারবাইজান জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত নাগরনো-কারাবাখের ১৬টি এলাকা তাদের সেনা দখল করতে পেরেছে। আর্মেনিয়া অবশ্য আজারি সেনার এই দাবি মানতে রাজি হয়নি।

যুদ্ধবিরতি মেনে চলুন, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার প্রতি নতুন যুদ্ধবিরতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ প্রধান এন্তোনিও গুতেরেস। একই সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নাগরনো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে যুদ্ধে বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।

শনিবার আজারবাইজানের দ্বিতীয় নগরী গাঞ্জার আবাসিক এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শিশুসহ ১৩ জন প্রাণ হারানোর প্রসঙ্গে গুতেরেস এ নিন্দা জানান।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া অস্ত্র বিরতির বিষয়ে সম্মত হলেও রবিবার উভয় দেশ একে অন্যের বিরুদ্ধে তা না মানার অভিযোগ তোলে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারেক এক বিবৃতিতে বলেন, গাঞ্জা শহরের হামলায় শিশুসহ যে সকল বেসামরিক লোক মারা গেছে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মহাসচিব ১৮ অক্টোবর শুরু হওয়া অস্ত্রবিরতি

উভয় পক্ষকে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অবিলম্বে বাস্তবসম্মত আলোচনা পুনরায় শুরু করারও আহ্বান জানান।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কারাবাখ-নাগরনোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ১৯৯০ সালের পর থেকেই থেকে থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। এসব সংঘর্ষ সহিংসতায় ৩০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এদিকে গত তিন সপ্তাহ আগে পুনরায় সহিংসতা শুরু হলে সাত শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

ভারতের গ্রামে ৭৫ শতাংশ মানুষের পুষ্টিকর খাবার জোটে না

ভারতের গ্রামাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ মানুষের ভাগ্যে পুষ্টিকর খাবার জোটে না। সম্প্রতি ‘ফুড পলিসি’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ভারতে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রতি চার জনের মধ্যে তিন জনেরই পুষ্টিকর খাবার জোটে না।

শুধু তাই নয়, গ্রামের মানুষ যদি তাদের আয়ের পুরোটাই খাবারের জন্য খরচ করেন, তা হলেও প্রতি তিন জনের মধ্যে দুজন সবচেয়ে সস্তার পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারে না।

৬ বছরের শাসনে ভারতের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা কতটা বেড়েছে, তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে তথ্য-পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, গত ৬ বছরে এই ক্ষেত্রে দেশটি ক্রমশই পিছিয়েছে।

দেশটির গ্রামীণ জনসংখ্যা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে কি না, তা নিয়ে কেন্দ্রের আর্থিক সমীক্ষাগুলো তৈরি করা হয় যে সব মানদণ্ডের ভিত্তিতে, ‘ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর (আইএফপিআরআই) এই গবেষণা তার ব্যাপ্তি বাড়িয়ে আরও বেশি মানুষকে সমীক্ষার আওতায় এনেছে।

গবেষণায় শিল্পশ্রমিকদের পাশাপাশি অদক্ষ কর্মী, শ্রমিকদের গড় দৈনিক বা মাসিক আয়ের মানদণ্ডটিও ব্যবহার করা হয়েছে। পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে ধরা হয়েছে ডেয়ারিজাত দ্রব্য, ফল, টাটকা আনাজ ও শাকসবজিকে।

এদিকে, সদ্য প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের তালিকায় ভারত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের চেয়েও পিছিয়ে রয়েছে। এমনকি শ্রীলংকা, নেপালেরও পেছনে রয়েছে ভারত।

সূত্র: আনন্দবাজার।

বাড়ছে উত্তেজনা, ‘এস-৪০০’ ব্যবস্থা নিয়ে তুরস্ককে হুমকি পেন্টাগনের

আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তুরস্ক-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক। তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা চালু করলে আঙ্কারা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক হুমকির মুখে পড়বে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হুঁশিয়ারির পর এবার পেন্টাগনও আঙ্কারাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এস-৪০০ চালু করার অর্থ আমেরিকার সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক শক্তিশালী করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

পেন্টাগন বলেছে, কোনো কোনো সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, তুরস্ক এরইমধ্যে এস-৪০০-এর পরীক্ষা চালিয়েছে। যদি এই খবর সত্যি হয়ে থাকে তাহলে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সম্প্রতি তুর্কি গণমাধ্যম খবর দেয়, দেশটি রাশিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করার এস-৪০০ ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য শিগগিরই এটির পরীক্ষা চালাবে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর গত ৭ অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হুমকি দিয়ে বলেছিল, তুরস্ক এ কাজ করলে দেশটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

উল্লেখ্য, তুরস্ক হচ্ছে ন্যাটো জোটভুক্ত প্রথম দেশ যে কিনা রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ সংগ্রহ করেছে। ২০১৭ সালে এ ধরনের চারটি ব্যবস্থা সংগ্রহের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ৫২০ কোটি ডলারের চুক্তি করে তুরস্ক। ২০১৯ সলের জুলাই মাসে এ ব্যবস্থা আঙ্কারাকে সরবরাহ শুরু করে মস্কো যে প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

‘গভীর সমুদ্রে হুমকি প্রতিহত করতে প্রস্তুত ইরান’

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির নৌ শাখার ডেপুটি কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল হামজা আলী কাভিয়ানি বলেছেন, পারস্য উপসাগরের উত্তর অঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলের গভীর সমুদ্র পর্যন্ত শত্রুর যেকোনও হুমকি প্রতিহত করতে তার বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর আব্বাসে ৬৯তম নৌবহরের কয়টি জাহাজ আগমন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কমান্ডার কাভিয়ানি এই বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, “আমরা শত্রুদেরকে বলছি যে, আমাদের পানিসীমা এবং আমাদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হলে আমরা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “কোনও দেশের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই ইরানের নৌবাহিনী গভীর সমুদ্রে ইরানের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম এবং তারা এই লক্ষ্য নিয়ে গভীর সমুদ্রে তাদের শক্তিশালী অবস্থান অব্যাহত রাখবে।”

৭০ দিনের অভিযান শেষে ইরানের সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ডেস্ট্রয়ার শাহান্দ বন্দর আব্বাসে ফিরে আসে। কমান্ডার কাভিয়ানি আরও বলেন, যারা দাবি করেছিল যে, ইরান ডেস্ট্রয়ার তৈরি করতে সক্ষম নয় শাহান্দের এই অভিযান এবং সফলভাবে বন্দর আব্বাসে ফিরে আসা তাদের সেই দাবির চরম জবাব।

২০১৮ সালে ইরান অত্যাধুনিক এই ডেস্ট্রয়ার উদ্বোধন করে। এতে রয়েছে স্টিলথ প্রযুক্তি যার কারণে শাহান্দ শত্রুর রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম। এ জাহাজ দ্বিতীয়বার জ্বালানি গ্রহণ ছাড়াই একটানা পাঁচমাস সমুদ্রে অবস্থান করতে পারে।

তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা, আবারও চীন-মার্কিন উত্তেজনার আশঙ্কা

আমেরিকা পরিকল্পনা করেছে তাইওয়ানের কাছে তিন ধরনের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বিক্রি করার। আর সেই পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে চীন ক্ষুব্ধ হবে তা বলাই বাহুল্য। এই নিয়ে বিশ্বের দুই বড় শক্তির মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর আল-জাজিরা, রয়টার্স, নিউজ উইক ও ডিফেন্স নিউজের।

গত মাসেই বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন তাইওয়ানের কাছে সমরাস্ত্রের সাতটি বড় ধরনের প্যাকেজ বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এইসব প্যাকেজে রয়েছে আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা হবে চীনের এই স্বশাসিত দ্বীপের কাছে বৃহত্তম সমরাস্ত্র বিক্রির ঘটনা।

এই সমরাস্ত্র বিক্রির বিষয় অনুমোদন নেওয়ার জন্য সোমবার হোয়াইট হাউস কংগ্রেসের কাছে একটি অনানুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। তাতে পরিকল্পিত ওই সাত অস্ত্রের তিনটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

অস্ত্রগুলো হচ্ছে- বিমান থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, এফ-১৬ জঙ্গিবিমানের এক্সটার্নাল সেন্সর পড এবং দূরপাল্লার রকেট আর্টিলারি ব্যবস্থা যা দিয়ে ১৯০ মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা যায়। আমেরিকার সমরাস্ত্র বিক্রির ওপর

নজরদারির দায়িত্বে থাকা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরইমধ্যে এসব অস্ত্র বিক্রির বিষয় অনুমোদন দিয়েছে।

যে কারণে ক্ষমা চেয়ে সেদিন কাঁদতে দেখা যায় কিম জং উনকে

চিরচেনা ও কথিত আচরণের বাইরে অন্য এক কিম জং উনকে দেখা গেল গত শনিবার। তাকে এক সামরিক মহড়ায় সেনা সদস্যদের আত্মত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আর নাগরিকদের জীবনের মান উন্নয়নে ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার সময় আবেগাপ্লুত হতে দেখা গেছে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

গত শনিবার উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটে। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ফুটেজে এক পর্যায়ে কিম জং উনকে কেঁদে ফেলতে দেখা যায়।

এদিন, একটি নতুন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) উন্মোচন করে পিয়ংইয়ং। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে ২২ চাকার লরির উপর স্থাপিত আইসিবিএমটি প্রদর্শিত হয়। এ যাবতকালের মধ্যে উত্তর কোরিয়া এত বড় ক্ষেপণাস্ত্র আর প্রদর্শন করেনি।

২০১৮ সালের পর এই প্রথম উত্তর কোরিয়া কোনো সামরিক কুচকাওয়াজে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করে। শনিবার একইসঙ্গে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন বিশাল এক সেনা সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, উত্তর কোরিয়াকে হুমকি দেয়া হলে তার দেশ পরমাণু অস্ত্রের মাধ্যমে তার জবাব দেবে।

‘বর্বর ও নিকৃষ্ট জীব আমেরিকানদের কাছে নতিস্বীকার করবে না ইরান’

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বলেছেন, তার দেশকে দুর্বল করে ফেলার জন্য আমেরিকা অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ চালানোর যে নোংরামি ও পাশবিকতা দেখিয়েছে তা এদেশের জনগণ ভুলে যাবে না।

তিনি রবিবার সন্ধ্যায় তেহরানে তার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইরানের সড়ক ও নগরউন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন।

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার দেশের জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইরানি জনগণ এমন সময় কঠোর নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করছে যখন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ সহজেই সব ধরনের ওষুধ এবং প্রযুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা ইরানি জনগণকে তাদের মৌলিকতম প্রাকৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে।

জেনারেল হাতামি বলেন, ইরানি জনগণকে নতিস্বীকারে বাধ্য করার এই প্রচেষ্টা কোনওদিন সফল হবে না। কারণ ইরানি জনগণ জানে এই বর্বর ও নিকৃষ্ট জীবদের কাছে একবার নতিস্বীকার করলে তাদেরকে অপমানিত হতে হবে এবং তাদের অধিকার আরও বেশি পদদলিত হবে।

মার্কিন সরকার ইরানের ১৮টি ব্যাংকের ওপর সম্প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তাকে তেহরান গণনার মধ্যেই ধরে না বলে জানান দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ইরানের রফতানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও তা সফল হবে না। সূত্র: প্রেস টিভি

জনপ্রিয়তা কমলেও ক্ষমতায় আসবে সু চির দল

আগামী ৮ নভেম্বর মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) আবার ক্ষমতায় আসার জোর সম্ভবনা রয়েছে। তবে গতবারের চেয়ে এবার তাদের আসন সংখ্যা কমতে পারে।

বিভিন্ন ইস্যুতে অং সান সু চির ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) তাদের আগের আকাশচম্বি জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। তবে সেটি নির্বাচনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে মিয়ানমারের নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমগুলো।

দেশটির জনপ্রিয় মিডিয়া ইরাবতির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার কারণে এবারের নির্বাচনে এনএলডি’র ভোটের সংখ্যা কিছুটা কমবে। এর ওপর কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ভোটার উপস্থিতিও কমবে। তবে এবার প্রবাসী ভোটারের সংখ্যা বাড়তে পারে।

শান্তিতে নোবেল জয়ী নেত্রী সু চির গণতন্ত্রপন্থী এনএলডি ৭০ শতাংশের কম ভোট পাওয়ার আশঙ্কা নেই। গণতন্ত্রপন্থী এথনিক দলগুলো ১২ শতাংশ এবং সেনা সমর্থিত প্রক্সি দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) ১০ শতাংশ ভোট পেতে পারে।

উল্লেখ্য, দেশটির পাঁচ কোটি ৫০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ভোটার সংখ্যা তিন কোটি ৮০ লাখ।